সামাজিক সুরক্ষা খাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

জুন, ২০২৩

ভূমিকা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভূক্তিমূলক করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একমাত্র এই খাতের উপকারভোগী সরাসরি সমাজের অসহায় এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কোভিড-১৯ সংকট কাটিয়ে মানুষের জীবন, জীবিকাকে এগিয়ে নিতে চলতি বাজেটে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০২২ সালে দারিদ্রের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্রের হার ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার পেছনে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর,সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্থ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির জন্য সরকারের লক্ষ্যাভিমুখী সামাজিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। করোনাকালীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত করলেও শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ আবার আগের ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তবে আসন্ন অর্থবছর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দ এবং পরিধি আশানুরুপ বাড়ানো না হলেও আশা করা যায় তা পরিস্থিতি বিবেচনায় আরো বাড়ানো হবে।

মানুষের সহায়তায়

- ✓ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা একলক্ষ জন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাতার হার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ✓ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ থেকে ৯০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ থেকে ৯৫০ টাকা এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।
- ✓ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার জন্য জিটুপি (Governmen to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মোট ২৫টি ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে ২২টি কর্মসূচির অর্থ উপকারভোগিদের ব্যাংক/মোবাইলে পাঠানো হচ্ছে।
- ✓ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে চলতি বাজেটের সংশোধিতর চেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটির টাকা বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ।

বিভিন্ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

সামাজিক সুরক্ষা খাতে এর বিভিন্ন উপখাত যেমন, ভাতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, নারী ক্ষমতায়ন, সরাসরি কর্মসংস্থান এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন-ও এর অন্তর্ভূক্ত। চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের মতই আসন্ন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ২৭,৪১৪ কোটি টাকা দেয়া হয় সরকারি কর্মকর্তাদের পেনশনে। এই বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের চেয়ে ৫,৪০৪ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। জিডিপির শতাংশ হিসেবে সরকারি পেনশন বাদে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের বরাদ্দ ২ শতাংশের কম।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মোট বরাদ্দের ২৪ শতাংশই থাকে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও তাদের পরিবারের জন্য পেনশন। বাকি অংশের ভেতর আছে নগদ সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি, বৃত্তি কর্মসূচি, নগদ উপকরণ সহায়তা (বিশেষ কর্মসূচি), ঋণ সহায়তা কর্মসূচি, বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তা, এবং অন্যান্য তহবিল কর্মসূচি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দে সরকারি পেনশন বাদে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশ কমে প্রায় ১৩ শতাংশের মতো করা হয়েছে (চলতি বছরে এর পরিমান ছিল ১৪.৪৮ শতাংশ)।

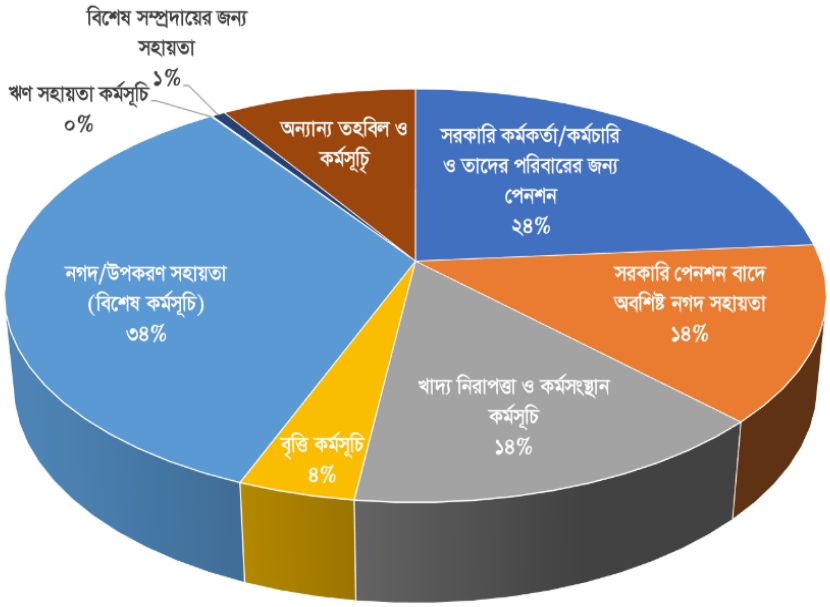

চিত্র ১: ২০২৩-২৪ প্রস্তাবিত বাজেটের রাজস্ব খাত থেকে অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট বরাদ্দে বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দের অনুপাত (% হিসেবে)

বিগত পাঁচ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট বরাদ্দে গড়ে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নগদ উপকরণ সহায়তা (বিশেষ কর্মসূচি) ৮ শতাংশ এবং অন্যান্য তহবিলে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ নাগরিককে সামাজিক সহায়তা প্রদানে উপকারভোগী আওতাভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় (২৬ শতাংশের অধিক)।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতের উল্লেখযোগ্য বিষয়

প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে:

চিত্র ২: প্রস্তাবিত বাজেটের সামাজিক সুরক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র (ও কুটির শিল্পসহ) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদবাবদ ভর্তুকী হিসেবে ৫০০০ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

মহামারীর কারণে রপ্তানিমুখী তৈরি **পোশাক ও ফুটওয়ার শিল্পে** কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের সহায়তায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে চলমান অর্থবছর থেকে আসন্ন অর্থবছরে বরাদ্দ কমেছে। তবে, স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় এই প্রথমবার ২০০০ কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্থ দিনমজুর,কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রদানের তহবিল বাবদ বরাদ্দ চলতি অর্থবছর থেকে ৬০০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

বয়স্কভাতা এবং বিধাব ও স্বামী নিগৃহীতাদের জন্য কর্মসূচির জনপ্রতি ভাতা ও উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন নগদ সহায়তার আওতায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহের ভেতর আইসিভিজিডি প্রোগ্রামের জন্য চলতি বছরের ৩৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৩২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় গুলো হলো- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং অন্যান্য। অন্যান্য মন্ত্রণালয় গুলোর মধ্যে রয়েছে- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসর ভাতা অর্থবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করায় এ বিভাগের বরাদ্দ (৫২,৭৭১ কোটি) সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কম (১০,৯২৮ কোটি) হলেও সবচেয়ে বেশি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই মন্ত্রণালয়ে। এছাড়াও সামাজিক সুরক্ষা খাতে কৃষিতে ভর্তুকী প্রস্তাব করা হয়েছে ২১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা যেটি চলতি বাজেটের সংশোধিত থেকে কম। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট থেকে সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। এটি চলতি বাজেটে বরাদ্দ কম দেওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর দারিদ্র ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষমাত্রা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল ২০৩১ অর্থবছর এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান (৩% এর কম) ও সাধারণ দারিদ্র্যের নিরসন করা এবং ২০৪১ অর্থবছর নাগাদ চরম দারিদ্র্য ১% এর নিচে নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য ৫% (২.৫৯%) এর নিচে নিয়ে আসা। আয় বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে আয় বন্টনের শীর্ষে থাকা ১০ শতাংশ মানুষের শেয়ার এনে তলদেশের ৪০ শতাংশ মানুষের

কাছে তা ভাগ করে দিতে হবে। আর এটা বাস্তবায়ন করতে গেলে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং জনমানুষের কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা তা পূরণ হবে।

চিত্র ৩: ২০২৩-২৮ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

উপসংহার

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সুরক্ষার ওপর সরকারি ব্যয়ের দারিদ্র্য প্রভাব শক্তিশালী করা এবং মধ্যম আয়ের অর্থনীতির সামাজিক সুরক্ষা সমস্যাসমূহ মোকাবিলার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা। সরকারের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান আর্থসামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে সাজানো হয়েছে। তবে, করোনাউত্তর আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বিদ্যমান বাস্তবতায় নগরাঞ্চলের কম আয়ের পরিবারগুলোর জন্য পাইলটভিত্তিক নতুন কর্মসূচি গ্রহনের সুযোগ রয়েছে। পরিস্থিতির ভিত্তিতে পরবর্তীতে নতুন কোন কর্মসূচি নিম্ন আয় শ্রেনীর মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করবে।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে "ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড"।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia